দৈনিক ইনকিলাব

027

26 JAN 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম 3 ...

শিক্ষাঙ্গন

কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থা

বর্তমানে প্রায় প্রতিটি সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের অধিকাংশ শিক্ষকই প্রাইভেট পড়ানোকেই তাদের উপার্জনের প্রধান উৎস হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সারাদিন ৪/৫টি প্রাইভেট টিউশনী করার পর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়ানোর ধৈর্য তাদের মোটেও থাকে না। ছাত্রদের নিকট হতে পড়া আদায় করা, পাঠ্যসূচী বুঝিয়ে দেয়া তাদের পক্ষে মোটেও সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে, অভিভাবক তাদের ছেলে-মেয়েদের সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় কিণ্ডার গার্টেন নামক শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি করাতে উৎসাহী হয়ে উঠেন।

কিন্তু কিণ্ডার গার্টেন নামক বিদ্যালয়ের প্রকৃত অর্থ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাগণও বুঝেন কি-না সন্দেহ। অন্যদিকে অভিভাবকবৃন্দের অনেকেই কিণ্ডার গার্টেন-এর শিক্ষা পদ্ধতি কি ধরনের হয়তো তা বুঝেন না। নামে শুধু কিণ্ডার গার্টেন হলেও মূলতঃ অর্থ উপার্জনের জন্যই এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা মহানগরীর অধিকাংশ কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষালয়ে ভর্তি করানোর পর প্রায় প্রতিটি পিতা-মাতা বা অভিভাবককেই তাদের সন্তানদের পড়াশুনা, স্কুলে নেয়া-আনা নিয়ে দিনের আধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতে হয়। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় ছাত্রদের আগামী দিনের পাঠ্যসূচী দাগিয়ে দিয়েই তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে থাকেন।

পাড়া-মহল্লার যে সকল কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই বাড়ীর কর্তা বা গৃহিনী স্বঘোষিত প্রিন্সিপ্যাল তাঁরা তাদের গৃহকর্ম এবং বিদ্যালয় একই সঙ্গে চালিয়ে যান। সেখানে কি ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে তা নিশ্চই সচেতন নাগরিকগণ উপলব্ধি করতে সক্ষম।

আজ যাঁরা সমাজের অভিভাবক তাদের নিকট থেকে জাতি এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রদের ভবিষৎ দিকনির্দেশ আশা করে। বর্তমানে শিক্ষা পদ্ধতির এ সংকটময় সময়ে দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে। স্বাধীনতার পর হতে শিক্ষাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চালানোর ফলে আজ এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার রাজনৈতিকভাবে সমাধান না হয়ে যদি সামাজিকভাবে করা যায়, তাহলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

—খুরশীদ আলম চৌধুরী মানিক

ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার সমস্যা

রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে বকশীবাজার এলাকায় অবস্থিত সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসার প্রথম পদযাত্রা শুরু হয় ১৭৮০ সালে কলকাতা নগরীর বৈঠকখানা রোডে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে। পরবর্তী সময় ১৭৮১ সালে স্বজমিনে 'কলিকাতা মোহামেডান কলেজ' নামে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এভাবে বহু কারণে, নানা সময়ে একে স্থানান্তর করা হয়। অবশেষে, দেশ বিভাগের পর ১৯৫৮ ইং সালে 'মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা' নামে সর্বশেষ ভবনটি স্থাপিত হয় বর্তমান বকশীবাজারে। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন— তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান। বিগত বছরগুলোতে হাজার হাজার ছাত্র অত্র মাদ্রাসা থেকে আল্লাহ এবং রাসূল (সঃ)-এর প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ এ দীর্ঘ সময়ে এর তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠের মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দিতে হয়েছে অনেক মূলবান জীবন।

বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী এই ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবর্ণনীয় সমস্যা দেখা দিয়েছে। এসব সমস্যার মধ্যে বর্তমানে পানির সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। উপরের তলায় হাউজের ব্যবস্থা থাকলেও নীচের তলাগুলোতে পানি পাওয়া যাচ্ছে না। বলা বাহুল্য, পানির অভাবে মসজিদ থাকাতেও মাদ্রাসা মসজিদে নামাজ আদায় করা যায় না। ফলে, মাদ্রাসার বর্তমান ছাত্রদের দুর্নাম রটেছে তারা নামাজ পড়ে না। তারপর, শৌচাগারের যা অবস্থা বলার অপেক্ষা রাখে না। শৌচাগারের দুর্গন্ধে পার্শ্ববর্তী রুমে ক্লাস করা অত্যন্ত কষ্টকর। তবে নীচতলায় পানির বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও শৌচাগারগুলোর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। হাদীস শরীফে আছে "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ, যার পবিত্রতা নেই তার ঈমান দুর্বল।" তবুও, একটি প্রকৃত মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠানে পবিত্রতার বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মাদ্রাসার বিজ্ঞানাগারের অবস্থা আরো করুণ। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এই মাদ্রাসায় বিজ্ঞান-এর জন্য রয়েছে উচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষক। অথচ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে ছাত্রদের ব্যবহারিক ক্লাস নিতে অসুবিধা হয়। এমনকি রসায়ন বিভাগসহ অন্যান্য আরো কয়েকটি রুমে কোন ফ্যানের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে বেশ কয়েকবার আবেদন-নিবেদনও করা হয়েছে। ফল হয়নি কিছু মাত্র।

মাদ্রাসার লাইব্রেরীটির সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লাইব্রেরীটি যেন এক ভূতুরে বাড়ী। অতএব, অত্র মাদ্রাসার ঐতিহ্য এবং পবিত্রতা ফিরিয়ে আনার জন্য অবিলম্বে সমস্যার সমাধান করা একান্ত অপরিহার্য। আমরা বিশ্বাস করি, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসবেন।

—আহমাদ আলী